৩.১.৭ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (NDRCG)

বাংলাদেশে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্দেশনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬-তে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণিত আছে। উক্ত ধারাসমূহের আলোকে গ্রুপের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৪	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৬	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
১১	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১২	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৫	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য

১৬	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
১৭	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

দ্রষ্টব্য: জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞকে উক্ত গ্রুপের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) প্রয়োজন অনুসারে গ্রুপ সভায় মিলিত হবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গ্রুপকে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া জোরদারকরণ;

(২) দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য সহায়ক সম্পদ প্রেরণ;

(৩) সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(৪) সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৫) দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও সন্ধান কার্যক্রম তদারকি;

(৬) দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৭) টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যাদি পাঠানো নিশ্চিতকরণ;

(৮) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, তহবিল ও যানবাহন/যন্ত্রপাতির চাহিদার অগ্রাধিকার নিরূপণ করে মোতায়েনের (Deployment) বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(৯) প্রয়োজনে বিকল্প টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সশস্ত্র বাহিনীর অয়্যারলেস সিগন্যাল সিস্টেম ব্যবহার, পাশাপাশি পুলিশ ও র‍্যাবের ওয়্যারলেসের সহায়তা গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগকবলিত এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ প্রেরণ;

(১১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের বিষয় সমন্বয়সাধন;

(১২) দুর্যোগকালে জরুরি অবস্থায় তথ্যপ্রবাহ সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং কাউন্সিলকে দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(১৪) দুর্যোগ সাড়াদানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(১৫) মাল্টি এজেন্সি ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(১৬) দুর্যোগের প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(১৭) সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখল বা রিকুইজিশনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(১৮) আন্তঃদেশীয় জুনোটিক রোগ, যেমন: বার্ড-ফ্লু, সোয়াইন-ফ্লু, ডেঙ্গু, চিকুনগুণিয়া, সার্স, ইবোলাকে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন;

(১৯) প্রলয়ংকরি দুর্যোগ ঘটে গেলে বা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণে সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ;

(২০) দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জরুরি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সম্পদের জোগান বা সরবরাহের লক্ষ্যে ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছ থেকে একসঙ্গে এক বা একাধিক বছরের জন্য আগাম ক্রয়ের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদান;

(২১) ধ্বংসাবশেষ/বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।